দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

প্রশ্নফাঁস : যেন স্বাভাবিক এক ঘটনা!

মো. আলাউদ্দিন আল আজাদ

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে যারা ভাবেন, তারা সবাই কি ঘুমে আচ্ছন্ন! শুধু নতুন নতুন পদ্ধতির প্রয়োগে শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নয়ন অসম্ভব হবে যদি না তাতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো দূর করা যায়। একসময় "নকল" ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার কলঙ্ক। পরীক্ষায় পাস কিংবা ভালো করতে বইয়ের পৃষ্ঠা কেটে ও সাদা পাতায় উত্তর লিখে নিজের সঙ্গে রাখা হতো, সুযোগ করে সঙ্গে আনা কাগজ থেকে উত্তর লেখা হতো। নকল-এ একটা অসুবিধাও ছিল, তা হলো—সঙ্গে আনা সবগুলো কাগজের উত্তর আর পরীক্ষায় চাওয়া প্রশ্নের উত্তর খুব কমই মিলত! কাজেই "নকল" করে খুব ভালো করা যেত তা-ও না।

এখন শিক্ষার্থীরা বেশ পড়াশোনা করে, পরিশ্রম করে; তারা এখন "নকল"-এর ধার ধারে না। তাই 'নকল' নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথাও নেই। তবে আমাদের হতাশার গভীরতা আছে। আজ যা হচ্ছে, তা হলো সরাসরি "প্রশ্ন ফাঁস"! যে প্রশ্ন পরীক্ষার দিন পরীক্ষার হলে চোখে পড়ার কথা, সেই প্রশ্ন এখন পড়ার টেবিলে পরীক্ষার আগের রাতে পাওয়া যাচ্ছে! পরীক্ষার সহজ প্রস্তুতি, প্রশ্ন সমাধানের মাধ্যমেই সফল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। পরদিন হলে গিয়ে শুধু বৃত্ত ভরাট! শুধু ভরাট হয় না মেডিক্যাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন লালন করা মধ্যবিত্ত-মেধাবী শত শত ছেলে-মেয়ের শূন্য হৃদয়টা; প্রতিকূলতায় পরাজিত হতে হতে এই ধাপে এসেও কিছু করতে না পারার হতাশায় দপ করে নিভে যায় কতক আশার আলো! কারণ টাকায় প্রশ্ন মেলে! যাদের টাকা আছে, প্রশ্ন চুরির ধান্ধা আছে, আছে অবৈধ উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইচ্ছা ও শ্রম, তারাই টিকে থাকে।

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে খুব কমই প্রশ্নফাঁসের ঘটনাগুলো জানা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেসব খবর মিথ্যা প্রচারণা বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু যদি পরীক্ষা হওয়ার পর ফাঁস হওয়া প্রশ্ন আর পরীক্ষার প্রশ্ন আংশিক কিংবা শতভাগ মিলে যায়, তখন পরীক্ষা-কর্তৃপক্ষ সেটি কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারেন না! যদি কর্তৃপক্ষ এড়ানোর চেষ্টা

করেন, তা অনুচিত হবে। আচ্ছা, পরীক্ষা মানে কি? পরীক্ষা কেনই বা নেওয়া হয়? পরীক্ষা হলো একটা যাচাই প্রক্রিয়া, ভালো-মন্দ যাচাইয়ের প্রক্রিয়া (যদি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কোনো প্রশ্ন না থাকে), যোগ্য মানুষগুলোর জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সঠিক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করা ইত্যাদি। পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত মানুষগুলো আলাদা করা যায়। কাজেই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো ধরনের অনিয়ম কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে কীভাবে পরীক্ষার আগের রাতে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের পরীক্ষা গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠলে সরাসরি তা অগ্রাহ্য করে পরীক্ষা কমিটি। পরে উপযুক্ত প্রমাণ পেলেও কার্যকর পদক্ষেপ যেমন: তদন্ত করে সত্যতা যাচাই, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরীক্ষা বাতিল ও নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া ইত্যাদি দেখা যায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠন করলেও তদন্তে প্রশ্ন ফাঁসের সত্যটি খুঁজে পায় না চৌকস তদন্তকারীরা! এভাবে বার বার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঘটনাগুলো সামনে আসছে, মিডিয়ায় লেখালেখি হচ্ছে, টকশো'র পরিবেশ উত্তপ্ত হচ্ছে, শুধু টনক নড়ছে না কর্তা-ব্যক্তিদের! হয়ত বা তারাও চাইছেন না যে প্রশ্ন ফাঁস হোক, এক্ষেত্রে আশার কথা যে, যদি তারা নাই বা চাইতেন তাহলে অন্তত ফাঁস হওয়া প্রশ্নের পরীক্ষাটি বাতিল করে পুনরায় নেওয়ার ব্যবস্থা করতেন; কিন্তু কী হচ্ছে! যদি প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনাগুলো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়, তবে ধরে নিতে হবে যে প্রশ্ন ফাঁসে কর্তৃপক্ষের সরাসরি সম্পৃক্ততা আছে অর্থাৎ অর্থ বা কোনোকিছুর বিনিময়ে তারা প্রশ্ন ফাঁস করে দিয়েছেন! এভাবে তাঁরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেঁসে যাবেন!

আজকাল যেকোনো একাডেমিক পরীক্ষা (জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি) থেকে শুরু করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (মেডিক্যাল, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা), এমনকি চাকরিতে প্রার্থিতা বাছাইয়ের পরীক্ষার প্রশ্নও পরীক্ষার আগে ফাঁস হয়ে যায়। ফলে কাঙ্ক্ষিত যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যায় না, যা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়। কাজেই প্রশ্ন ফাঁসের সংস্কৃতি বন্ধ করা না গেলে যাচাইয়ের সঠিক মাধ্যম হিসেবে গৃহীত পরীক্ষা পদ্ধতিটি উপযোগিতা হারাবে।

প্রশ্নফাঁস বন্ধ হোক, নিশ্চিত হোক মেধার ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া। আর প্রশ্নফাঁসের অপকর্মে কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে যেসব পিয়ন যুক্ত আছে, এমনকি রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মী সবার শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। একথা নিশ্চিত যে, প্রশ্ন প্রণয়ন থেকে শুরু করে পরীক্ষার হল পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রক্রিয়াগুলো বেশ নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত, তারপরেও প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে! আচ্ছা, এমন তো সম্ভব নয় যে, প্রশ্ন ফাঁস করা কোনো অতিপ্রাকৃত ও অদৃশ্য দৈত্য-দানব কিংবা জ্বীন-পরীদের কাজ! তাহলে প্রশ্ন ফাঁস হলে ক্লু কেন পাওয়া যাবে না? কেন অপরাধীদের শনাক্ত করা যাবে না? আর প্রশ্নফাঁসের কলঙ্ক থেকে কেনই বা এ জাতিকে মুক্ত রাখা যাবে না!

● **লেখক : শিক্ষার্থী, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়**